যুগান্তর

তারিখ ০৬ OCT 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ কার্যক্রম

দূর করতে হবে সব অনিয়ম ও দুর্নীতি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ কার্যক্রম নানাভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে এই ইস্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ কার্যক্রমের প্রধান দুর্বলতাগুলোর একটি হল, বছরের পর বছর ঝুলে আছে শিক্ষকদের এডহক নিয়োগ ও চাকরি নিয়মিতকরণ-সংক্রান্ত কাজ। আবার নিয়মিতকরণের পর অধিকাংশ শিক্ষককেই বঞ্চিত করা হয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে। সরকারিকরণযোগ্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রস্তুতি নিয়েও চলছে অনিয়ম। যেসব উপজেলায় সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই, সেসব জায়গায় একটি করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এ ঘোষণা অনুযায়ী ২৮৫টি কলেজ ও ৩৭১টি স্কুলের সরকারিকরণ প্রক্রিয়া চলছে বটে; কিন্তু তালিকাভুক্তি নিয়ে যে অনিয়ম চলছে তার একটি প্রমাণ, প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের পরও ১৭টি কলেজ বাদ দিয়ে তালিকায় অন্য একইসংখ্যক কলেজের নাম ঢোকানো হয়েছে। এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অনেক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হচ্ছে না, বিপরীতে শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হলেও অনেক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ইস্যুতে এই যে তুঘলকি কাণ্ড ঘটে চলেছে, সন্দেহাতীতভাবে তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা প্রমাণ করে। এই ব্যর্থতার পেছনের কারণগুলো খতিয়ে দেখতে হবে অবশ্যই। একটা অনভিপ্রেত দ্বন্দ্বও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সৃষ্ট সংকটের পেছনে ক্যাডার শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। সরকারি কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষক আত্তীকৃতদের ক্যাডারভুক্তির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। আবার নন-ক্যাডার হিসেবে চাকরিতে অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি রয়েছে আত্তীকৃতদের। এসব বিষয় নিয়ে উভয়পক্ষই লিপ্ত রয়েছে তীব্র দ্বন্দ্বে। উপরন্তু ভস্মে ঘি ঢালার মতো জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের নন-ক্যাডার হিসেবে সরকারি চাকরিতে অন্তর্ভুক্তির প্রাথমিক খসড়া বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে। সরকার এখনও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও অভিযোগ উঠেছে, ক্যাডার শিক্ষকদের প্রভাবের কারণেই নিয়মবহির্ভূতভাবে নন-ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্তিসংক্রান্ত বিধিমালা তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ ইস্যুটির সঙ্গে সম্পর্কিত এসব জটিলতার অবসান হওয়া দরকার। দেশে এখন এটা এক প্রতিষ্ঠিত অরাজকতা যে, নিয়ম ও আইন মোতাবেক কোনোকিছুকেই চলতে দেয়া হয় না। স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন কৌশলে অথবা সরাসরি নিয়ম ভেঙে তাদের স্বার্থ হাসিল করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও এ ধরনের অরাজকতা চলছে। এমনও ঘটনা দেখা যাচ্ছে, সরকারিকরণ কাজে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন প্রতারকচক্রও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ফোন করে তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির কথা বলে, আবার তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়ার ভয় দেখিয়ে অর্থ দাবি করে।

এটা ঠিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের কাজটি খুব জটিল। হাজার হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীকে জাতীয়করণের আওতায় এনে তাদের নিয়মমাফিক পদায়ন ও আর্থিক সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা সহজ কথা নয়। তারপরও আমরা বলব, কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক চেষ্টা ও আন্তরিকতা দেখাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। দূর করতে হবে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব। সবচেয়ে বড় কথা, কেবল যোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকেই যাতে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়, সেদিকেও রাখতে হবে সুদৃষ্টি।